মুজিবনগর সীমান্তের মাঠ থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর গ্রামের ভারতীয় সীমান্ত সংলগ্ন নাওগাড়া মাঠের ধানক্ষেত থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর।

আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে স্থানীয় লোকজন মাঠে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো শনাক্ত করা যায়নি। মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহটি উদ্ধার করেছে। নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

জীবননগর সীমান্তে ২২০ পিস ভারতীয় নিষিদ্ধ ডিএন টাইট কীট জব্দ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্তে চোরাচালানবিরোধী বিশেষ অভিযানে ২২০ পিস নিষিদ্ধ ভারতীয় ডিএন টাইট কীট উদ্ধার করেছে বিজিবি। মঙ্গলবার ভোর ৪টার দিকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্র জানায়, মঙ্গলবার ভোরে জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়নের রাজাপুর বিওপি দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। সীমান্ত পিলার ৭১/৯-এস থেকে মাত্র ৫০ গজ ভেতরে বাংলাদেশের

অভ্যন্তরে রাজাপুর গ্রামের শুকুর আলীর ভুট্টাক্ষেত থেকে এসব কীট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত কীটের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫ লাখ ৪০ হাজার টাকা।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)-এর সহকারী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, “সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির কঠোর নজরদারি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের সময় ভারতের ৫০ গজ অভ্যন্তরে দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

গতকাল শনিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মো. সন্তো হোসেনের ছেলে মো. রকো হোসেন (৩৫) ওরফে রকো এবং মো. খোদাবকশের (খুদু) ছেলে মো. রাশিদুল ইসলাম (৩৬) ওরফে দুলি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আটক রকো ও দুলি দু’জনই মাদক ব্যবসায়ী। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত। তারা জীবননগর উপজেলার মাধপখালী সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ভারতের বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে আটক করে।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বরাত দিয়ে ঘটনাটি নিশ্চিত করে বিজিবির মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসি জানান, ভারতের অভ্যন্তরে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক হওয়ার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে আটক দু’জন মাদকসহ ধরা পড়ার কারণে তাদেরকে ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে মদ ও ইয়াবা আটক

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্তের কাছে মদ ও ইয়াবা আটক করেছে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র একটি টহল দল।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমানের স্বাক্ষরিত বিজিবি’র এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানাযায়, মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) আনুমানিক ৭.৫০মিনিটের সময় মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাটিলা বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৫২/১০-এস হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মাটিলা মাঠপাড়া গ্রামের মোঃ জাহাঙ্গীর আলম এর ড্রাগন বাগানের মধ্যে হতে হাবিলদার মোঃ শহিদুল ইসলাম এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৩৩ বোতল ভারতীয় মদ উদ্ধার করা হয়।

এছাড়া গত ২৬ জানুয়ারি আনুমানিক ২১.৩৫ ঘটিকায় মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ গশেপুর বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৬৭ এমপি হতে আনুমানিক ৩০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গোয়ালপাড়া গ্রামের ঘাটপাড়া নামক স্থানে মোঃ শাহজাহান এর চায়ের দোকানের সামনে ইটের হেয়ারিং রাস্তার উপর হতে হাবিলদার সঞ্জয় কুমার সিংহ এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ৭৩ পিচ ভারতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির

আহ্বানে অধিনায়ক পর্যায়ে বিএসএফের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পতাকা বৈঠক

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির আহ্বানে অধিনায়ক পর্যায়ে বিএসএফের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬বিজিবি)এর অধীনস্থ দর্শনা আইসিপি দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত মেইন পিলারের ৭৬ এর নিকট বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জয়নগর মাঠ নামক স্থানে এ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জয়নগর মাঠ নামক স্থানে বিষায়োক্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সাক্ষাতে বিজিবির পক্ষে নেতৃত্ব দেন ৬-বিজিবি এর অধিনায়ক লেঃ কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান পদাতিক, উপ-অধিনায়ক মেজর তোয়াসীন হাবীব হাসান ও এডি মোঃ রাজ মামুহুদ সাথে ০৬ জন এবং প্রতিপক্ষে ৩২ বিএসএফ ব্যাটেলিয়নের সীমা নগর এর কমান্ডেন্ট সুজিত কুমারের নেতৃত্বে ৬ জন বিএসএফ অংশ নেয়।

এ সৌজন্য সাক্ষাৎকারে সর্বপ্রথম উভয়পক্ষের কুশলাদি বিনিময় করেন পরবর্তীতে উক্ত সৌজন্য সাক্ষাতে উভয় দেশের সীমান্ত সুরক্ষার লক্ষ্যে অবৈধ সীমান্ত অতিক্রম ও চোরাচালান প্রতিরোধ করা, সীমান্তে কোন প্রকার হত্যা জনিত ঘটনা না ঘটে, সীমান্তে টহল তৎপরতা বৃদ্ধি এবং গোয়েন্দা নজরদারি কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং সীমান্ত এলাকায় সিভিল জনসাধারণের উপর অনাকাঙ্খিত ফায়ার না করা, এতে বিএসএফ কমান্ডার এক মত পোষণ করেন, আসন্ন নির্বাচনে যাতে কোনো প্রকার অস্ত্র ও গোলাবারুদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য উভয় দেশে সতর্কতা থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

পরিশেষে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। অতঃপর উক্ত সৌজন্য সাক্ষাৎ সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়।

মহেশপুর সীমান্তবর্তী ইছামতি নদী থেকে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার নেপা ইউনিয়নের খোসালপুর সীমান্তবর্তী ইছামতি নদী থেকে জুয়েল রানা (২৪) নামে এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত জুয়েল খোসালপুর গ্রামের আনারুল হকের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে মরদেহটি নদীর পানিতে ভাসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ বিজিবির উপস্থিতিতে লাশটি উদ্ধার করে।

বিজিবি ৫৮ ব্যাটলিয়নের পরচিালক কর্ণেল রফিকুল ইসলাম জানান, গতকাল বুধবার ১১টার দিকে জুয়েল ঘাষ কাটতে বাড়ি থেকে বের হয়। ভারতীয় সীমান্তের শুন্য লাইনের ২০০গজ দুরে খোশালপুর গ্রামের মাঠে ঘাষ কাটছিল কারন সেখানে তার ব্যবহৃত জামা-কাপড় পাওয়া গেছে। পরে পারিবারিক ভাবে বিজিবিকে খবর দেয় বিজিবি তাকে খুঁজতে থাকে পরে আজ বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয়রা লাশটি বাংলাদেশের সীমান্তে ইছামতি নদীতে জুয়েলের লাশ ভাসতে দেখে এবং বিজিবি সদস্যরা তার লাশটি উদ্ধার করে পুলিশে হস্তান্তর করে।

এছাড়া স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে খোসালপুর সীমান্তের ইছামতি নদীতে একটি মরদেহ ভাসতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয়। নিহতের পরিবারের দাবি, এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকান্ড। জুয়েল রানার ভাই অভিযোগ করে বলেন, জুয়েল একই গ্রামের মাসুদ, মিলন ও কামরুলের সাথে ব্যবসায়িক কাজে জড়িত ছিলেন। সম্প্রতি তাদের একটি ব্যাগ হারিয়ে যায়, যাতে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিল। ওই ব্যাগ হারানোকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

নিহতের ভাইয়ের দাবি, এই বিরোধের জেরে ওই তিন যুবক জুয়েলকে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) সাজ্জাদ হোসেন জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। মরদেহের হাতে ও পায়ে আঘাতের

চিহ্ন পাওয়া গেছে। বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তদন্ত করা হচ্ছে।

পুলিশ আরও জানায়, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়া যাবে। বর্তমানে এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে এবং এ ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

সীমান্তে পুশইন বৃদ্ধ মুনতাজ আলী কারাগারে, মানবিক সংকট ঘিরে প্রশ্ন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে পুশইন হওয়া ভারতীয় অবাঙালি মুসলমান মুনতাজ আলী মানবিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন। সীমান্ত এলাকা থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তিনি আনন্দবাস গ্রামে একটি সরকারি যাত্রী ছাউনিতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। তীব্র শীত ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটছিল তার।

এ বিষয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি নজরে আসে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর। এরপর বিজিবি মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রাম থেকে মুনতাজ আলীকে উদ্ধার করে মুজিবনগর থানায় হস্তান্তর করে।

গতকাল শুক্রবার অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাকে কন্ট্রোল অব এন্ট্রি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর ৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে হাজির করা হলে বিচারক তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

মুনতাজ আলীর বোন আমেনা বেগম বর্তমানে মেহেরপুর জেলা কারাগারে রয়েছে, তার বক্তব্য অনুযায়ী, তাদের প্রকৃত ঠিকানা ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের কেন্দ্র শহর । তবে মুজিবনগর থানায় সংরক্ষিত ডায়েরিতে মুনতাজ আলীর ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ভারতের নদীয়া জেলার অরুণ নগর গ্রাম—যা নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে।

এ ঘটনায় সীমান্তে পুশইন হওয়া ব্যক্তিদের মানবিক সহায়তা, পরিচয় যাচাই ও আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয়দের

মধ্যে।

সীমান্তে পুশইন হওয়া মুনতাজ যাত্রী ছাউনিতে আশ্রিত, মানবিক সংকট চরমে

মেহেরপুরের মুজিবনগরের আনন্দবাস সীমান্তে পুশ ইন ভারতীয় অবাঙালি মুসলমান মুনতাজ আলী বর্তমানে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামে একটি সরকারি যাত্রী ছাউনিতে আশ্রয় নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। প্রবল শীত ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন তিনি।

জানা যায়, মুনতাজ আলীর ভাই ইনসান আলী সম্প্রতি আত্মহত্যা করেছেন। একমাত্র বোন আমেনা বেগম বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কারাগারে রয়েছেন। তবে মুনতাজ আলীর বিষয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) কোনো দায়িত্ব নিচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয়দের সহযোগিতায় যাত্রী ছাউনিতে বসবাস করছেন মুনতাজ আলী। শীতের তীব্রতা থেকে বাঁচাতে স্থানীয়রা ছাউনির চারপাশে পলিথিন ও কাপড় দিয়ে ঘিরে দিয়েছেন। পাশাপাশি কম্বল ও খাবার সরবরাহ করে যতটুকু সম্ভব মানবিক সহায়তা করছেন গ্রামবাসী।

স্থানীয়দের ভাষ্য অনুযায়ী, মুনতাজ আলী কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবে কথা বললেও অনেক সময় তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত মনে হয়। সীমান্ত এলাকায় তিন দিন না খেয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে ঘোরাঘুরির কারণেই তার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। রাতভর তাকে আল্লাহ-রাসূলের নাম ধরে ডাকা এবং বাবা-মাকে স্মরণ করে চিৎকার করতে শোনা যায়।

গ্রামবাসীদের দাবি, হয় তাকে তার নিজ দেশ ভারতে ফেরত পাঠানো হোক, নতুবা বাংলাদেশেই তার জন্য যথাযথ মানবিক ও আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের একটি কেন্দ্রীয় শহর থানার অধীনে তার বাড়ি। এ বিষয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা জানান, বিষয়টি আন্তর্জাতিক ও সীমান্ত-সংক্রান্ত হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে আনন্দবাস বিজিবি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার জানান, তিনি মুনতাজ আলীর বিষয়ে অবগত, তবে বর্তমানে তিনি স্থানীয় জনগণের আশ্রয়ে রয়েছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ওমর আলী বলেন, “বিষয়টি অত্যন্ত অমানবিক। একজন বৃদ্ধ মানুষকে এভাবে খোলা জায়গায় প্রচণ্ড ঠান্ডায় থাকতে দেওয়া দুঃখজনক। যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।”

স্থানীয় মানবাধিকার ও উন্নয়ন কর্মী ওয়াজেদ আলী খান বলেন, “সীমান্তে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর প্রশ্ন তুলছে। বোনকে কারাগারে পাঠিয়ে ভাইকে এভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখাও সংশ্লিষ্ট বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন সৃষ্টি করছে।”

এ ঘটনায় দ্রুত মানবিক ও কূটনৈতিক সমাধানের দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

এক বছরে দেশে ঠেলে দেওয়া হলো ৩৭২ বাংলাদেশিকে

এক বছরে মেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর সীমান্ত দিয়ে ৩৭২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর ও পুশ ইন করেছে বিএসএফ। এক বছরে মেহেরপুরের গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে মোট ৩৭২ জন বাংলাদেশিকে হস্তান্তর ও পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

কাজের সন্ধানে এসব বাংলাদেশি অবৈধভাবে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে

ভারতে প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে কেউ ১৫ বছর আগে, কেউ ১০ বছর আগে, আবার কেউ চার-পাঁচ বছর আগে ভারতে যান। সেখানে তারা বিভিন্ন ইটভাটা ও কলকারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করছিলেন।

গত ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পর ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের আটক করে হাজতে পাঠায়। হাজত থেকে মুক্তির পর রাতের আঁধারে অবৈধ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে তাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, যা পুশ ইন নামে পরিচিত।

সূত্র জানায়, এর মধ্যে ২০৫ জন বাংলাদেশিকে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির কাছে বিএসএফ হস্তান্তর করে। অপরদিকে, ১৬৭ জনকে মেহেরপুরের বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে বিএসএফ অবৈধভাবে পুশ ইন করেছে।

মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

৩ ডিসেম্বর, মেহেরপুরের গাংনী সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে ভারতে বিভিন্ন সময়ে পুলিশের হাতে আটক হওয়া নারী, শিশু ও পুরুষসহ ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

পুশ ইন হওয়া সবাই ভারতের কলকাতাসহ বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে এবং বিভিন্ন মেয়াদে ভারতে কারাভোগ করেন। আটকদের মধ্যে ১৮ জন পুরুষ, ২ জন শিশু ও ১২ জন নারী রয়েছেন। তারা সবাই খুলনা, লালমনিরহাট ও আশপাশের জেলার বাসিন্দা।
আটকদের একজন জানান, কাজের সন্ধানে তারা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন এবং কলকাতাসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছিলেন।

নভেম্বর ১৯, গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ২৪ জন বাংলাদেশিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর কাছে হস্তান্তর করেছে।

পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে কাথুলী কোম্পানির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. কামরুজ্জামান এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্টার ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইরপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনচ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

অক্টোবর ২৬, মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী,

পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী ও ১ জন শিশু রয়েছেন।

অক্টোবর ২৫, মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকট শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা। এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

১৮ অক্টোবর, গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্ত দিয়ে নারী-পুরুষ ও শিশুসহ ১৪ জনকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। এদের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৪ জন নারী ও ৪ জন শিশু রয়েছে।

সেপ্টেম্বর ২০, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে দিনে দুই দফায় মোট ২২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সেপ্টেম্বর ১৯, মুজিবনগর সীমান্তের স্বাধীনতা সড়কে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের ১০৫ নম্বর পিলারের কাছে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতে অনুপ্রবেশকারী এক শিশুসহ চার বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

সেপ্টেম্বর ৬, মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সীমান্ত দিয়ে মা ও দুই মেয়েকে পুশ ইন করেছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। শুক্রবার সকালে বিজিবির সদস্যরা ওই তিনজনকে আটক করে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করেছেন।

আগস্ট ১৯, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর সীমান্তে বিজিবি ও

বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে নারী ও শিশুসহ ৩৯ জনকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বিএসএফ। মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটার সময় কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৪৭ এর নিকট বিজিবির কাছে তাদের হস্তান্তর করে বিএসএফ।

১৪ আগস্ট, মুজিবনগর সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৯ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে মেইন পিলার ১০৫-এর নিকটে শূন্য লাইনে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে এই পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিরা হলেন, ফরিদপুর ভাঙ্গা থানার ওদুদ শেখের ছেলে আবু সাইদ (৪৫), তার স্ত্রী বিউটি বেগম (৪০), ছেলে সম্রাট
(৭) ও মেয়ে শিমলা আক্তার (১১), ফরিদপুর নগরকান্দা থানার বদিরুজ্জামান (৩৯), তার স্ত্রী ডলি (৩৫), মেয়ে লামিয়া আক্তার (৬), ছেলে আলী আকবার (৪) ও মেয়ে ছাদিয়া আক্তার (১.৫)।

আগস্ট ১৩, মেহেরপুরের মুজিবনগরে ১ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাসহ মোট ৪ জনকে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) পুশইন করেছে। পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তাদের আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ।

আগস্ট ১, মুজিবনগর সীমান্তে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্য পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে চার শিশু, পাঁচ নারীসহ ১৭ বাংলাদেশীকে ফেরৎ পাঠিয়েছে বিএসএফ। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত ৬ বিজিবি এবং ১৬১ বি এস এফ এর কোম্পানি কমান্ডার পর্যায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এসব বাংলাদেশীকে ফেরৎ দেন তারা।

২৯ জুলাই, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ৭ জন নারীসহ ১৮ জনকে পুশইন করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

২৬ জুন, মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্ত দিয়ে ৮ জন

বাংলাদেশি নারী, পুরুষ ও শিশুকে পুশ-ইন করেছে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

১০ জুন, ভোরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস সীমান্ত দিয়ে ১২ জনকে, ৪ মে ভবেরপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১০ জনকে, ২৫ মে সোনাপুর সীমান্ত দিয়ে ১৯ জনকে এবং ২৭ মে সোনাপুর সীমান্ত পিলার ১০১ কাগমারী মাঠ দিয়ে আরও ৩০ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করা হয়।

২৬ ফেব্রুয়ারি সোনাপুর মাঝপাড়া সীমান্ত দিয়ে ১৫ জন বাংলাদেশিকে পুশ ইন করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী।পুশ ইন হওয়া বাংলাদেশিদের অধিকাংশের বাড়ি কুড়িগ্রাম জেলায়। এর পাশাপাশি চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, পাবনা, লালমনিরহাট, কক্সবাজার, ফরিদপুর, পিরোজপুরের নাগরিক রয়েছেন।

ভারত থেকে আসা কয়েকজন জানিয়েছেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। বিভিন্ন সময়ে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতে গিয়েছিলেন। সেখানকার পুলিশ তাঁদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ তাঁদের সীমান্তে এনে কাঁটাতারের গেট খুলে জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

কক্সবাজারের রিয়াজ আলী বলেন, প্রায় চার বছর হলো জীবিকার আশায় চোরাইপথে ভারতে গিয়েছিলাম। নয়ডা জেলার একটি লোহার কারখানায় চাকরি করতাম। ২ মে পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যায়। পরে তারা আমাকে নদীয়া জেলার কারাগারে পাঠায়। সেখান থেকে একটি ট্রাকে সীমান্তে এনে ফেলে দেয়।

কুড়িগ্রাম জেলার জাহাঙ্গীর আলম ও বাবুল হোসেন বলেন, তারা দুজনই পরিবার নিয়ে প্রায় এক যুগ আগে ভারতে গিয়েছিলেন। গত বছরের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার বহরমপুর বাজারে একটি বহুতল ভবনের নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলাম। ভারতে বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি। গত মাসে পরিবার নিয়ে দেশে ফেরত আসার সময় বিএসএফ আটক করে তাদের জেলে পাঠায়।

জেল থেকে হৃদয়পুর সীমান্ত এলাকায় ট্রাকে করে এনে তাঁদের জড়ো করে এবং কাঁটাতারের মাঝখানে যে দরজা আছে, সেটা খুলে আমাদের বাংলাদেশের ভেতরে ঠেলে দেয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, পুশ ইন হওয়া ব্যক্তিদের বিজিবি থানায় হস্তান্তর করলে আমরা আইনানুগভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, মেহেরপুর সীমান্ত দিয়ে পুশ ইন প্রতিরোধে বিজিবি কঠোর নজরদারি ও টহল তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছি।

কোনো ব্যক্তি যাতে বেআইনিভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে ঢুকতে না পারে, সে বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েছি। পাশাপাশি, যেসব ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে পুশ ইন-এর চেষ্টা হয়েছে, সেগুলোর বিরুদ্ধে আমরা নিয়মিতভাবে বিএসএফের সঙ্গে বিভিন্ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে মৌখিক ও লিখিতভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ১৪ নাগরিককে হস্তান্তর

অবশেষে ভারতের উড়িষ্যার ১৪ নাগরীককে কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতের বিএসএফের কাছে তুলে দিলেন বিজিবি। গতকাল দুপুরের দিকে কুষ্টিয়া মিরপুর ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর মাধ্যমে তাদেরকে ভারতে প্রেরণ করে।

কুষ্টিয়ার মিরপুর ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি জানান, সীমান্ত আইন ও আন্তর্জাতিক রীতি লঙ্ঘন করে বিএসএফ দ্বারা ১৪ জন ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে (দর্শনা সীমান্ত দিয়ে) ঠেলে পাঠানোর ঘটনায় বিজিবি কঠোর প্রতিবাদ জানায়। এরই ধারাবাহিকতায় বিএসএফের ১৪৬ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট শ্রী প্রেমপাল সিংয়ের উপস্থিতিতে রোববার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে তাদের ভারতের অভ্যন্তরে ফেরত পাঠানো হয়। তিনি আরো জানান, বিজিবির মোহাম্মদপুর কোম্পানি কমান্ডার ও বিএসএফের জলংগী কোম্পানি কমান্ডারের মাধ্যমে নারী, পুরুষ ও শিশুসহ মোট ১৪ জনকে পুশব্যাক করা হয়।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে তীব্র শীত, ঘন কুয়াশা ও অন্ধকারের

সুযোগ নিয়ে ভারতের নদীয়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে বিএসএফ দর্শনা সীমান্ত অতিক্রম করে তাদের বাংলাদেশে পুশইন করে। পুশইন ব্যক্তিদের মধ্যে ছয়জন পুরুষ, ছয়জন নারী ও দু’জন শিশু ছিল বলে বিজিবি ও পুলিশ সূত্র নিশ্চিত করেছে।

পুশইনের পর দর্শনা হল্ট স্টেশনের কাছে একটি গাছতলায় তারা প্রচণ্ড শীত ও খাবারের অভাবে অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকলে বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে আসে। রাত আনুমানিক ১১টার দিকে খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ ও দর্শনা বিজিবির একটি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের উদ্ধার করে এবং পরিচয় ও ঠিকানা সংগ্রহ করে।

পুলিশ ও বিজিবি জানায়, তারা ভারতের ওড়িষ্যা প্রদেশের জগশ্বরপুর জেলার বাসিন্দা। উদ্ধার ব্যক্তিরা হলেন- গুলসান বিবি (৯০), জব্বার আলি (৭০), আলকুম বিবি (৬৫), উকিল শেখ (৪৩), সাবেরা বিবি (৩৪), হাকিম আলি (৪৫), সামসেরা বিবি (৪২), শেখরাজ (৩২), মেহেরুন বিবি (২৫), রহিদ আলি (৩৪), শেখ বান্টি (২৮), শাকিলা খাতুন (১০), নাছরিন নেছা (১২) ও মো: তৌহিদ আলি (১৪)।

উড়িষ্যার বাসিন্দা বৃদ্ধ জব্বার আলি সাংবাদিকদের জানান, আমরা ভারতের নাগরিক। আমাদের কাছে নাগরিক কার্ড ও আধার কার্ড ছিল, সব কেড়ে নেয়া হয়েছে। শুধু মুসলিম পরিচয়ের কারণে আমাদের বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এ দেশে আমাদের কেউ নেই, আমরা কোথায় যাবো?

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদি হাসান জানান, রাতেই ১৪ জনের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বিজিবির তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

চুয়াডাঙ্গা সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল) মো: আনোয়ারুল কবির রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দর্শনা বিজিবি সূত্র জানায়, উদ্ধার ১৪ জনকে শনিবার রাতেই কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা হয়। তারা সবাই হিন্দি ভাষাভাষী এবং বাংলাদেশে তাদের কোনো আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত কেউ নেই বলে জানিয়েছেন।

এ ঘটনায় সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও পুশইন ইস্যুতে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে।